দুদকের অপব্যয় সাড়ে ৬ কোটি টাকা অডিট রিপোর্টে তথ্য প্রকাশ

শেখ জামাল

দুদক সাড়ে ৬ কোটি টাকা অপব্যয় করেছে। স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা কমিটি চলতি বছরের ১৯ এপ্রিল থেকে ৭ মে এবং ১৬ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত নিরীক্ষা করে এ অপব্যয়ের তথ্য পেয়েছেন। অপরদিকে সরকারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর গত ১২ নভেম্বর দুদকের কাছ থেকে ১৬ কোটি টাকা আদায়ের জন্য অডিটর জেনারেলের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। অডিট কমিটির দলনেতা জানিয়েছেন সরকারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অভিযোগ ঠিক নয়। তবে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিরুদ্ধে বিধি বহির্ভূতভাবে ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ের যে অভিযোগ করা হয়েছে তার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত ১ জুন ২০০৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত সময়ের হিসাব সংসদীয় কমিটির নির্দেশে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি দুদকে নিরীক্ষা করে।

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও নিরীক্ষা কমিটির দলনেতা শাহ মো. মহসিন মিয়া গত ১৪ জুলাই স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এটি কোন চূড়ান্ত প্রতিবেদন নয়, অডিট বিভাগ এই প্রতিবেদনকে প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসেবে গণ্য করেন। এছাড়া দুদক ১৬ কোটি টাকার অপব্যয় করেছে ও বিদেশ থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়েছে, এমন কোন তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ নেই। স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের ৫ অনুচ্ছেদের ওই প্রতিবেদনে দুদকের বিরুদ্ধে ৬ কোটি ৮৬ লাখ ৭৭ হাজার ২৩ টাকা অনিয়মিত ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেদনের ওই অভিযোগ সম্পর্কে দুদক তার ব্যাখ্যা জানাবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে নিয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। অডিট বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের আগে প্রাথমিক তদন্তের উপর ভিত্তি করে কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম ও বিধিবহির্ভূত খরচের অভিযোগ করা যায় না। ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের বিষয় দুদক সচিব খন্দকার মো. আসাদুজ্জামান স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুল বাসেত খানকে গত ২১ অক্টোবর একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়েছেন। দুদকের বিরুদ্ধে আনা আর্থিক অভিযোগ ত্রিপক্ষীয় সভায় সমাধান না হলে বা সংশ্লিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে অডিট বিভাগ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেলে তা অসঙ্গত উল্লেখ করে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলকে (সিএজি) অবহিত করবে। সংবিধানের ১৩২ ধারা অনুযায়ী সিএজি এই অসঙ্গতি তার বার্ষিক অডিট প্রতিবেদনে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করবেন। রাষ্ট্রপতি প্রতিবেদনটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, দুদকের প্রাথমিক প্রতিবেদনটি খুব অল্প সময়ে চাপে থেকে প্রস্তুত করতে হয়েছে। লিখিত-অলিখিত উভয় চাপই ছিল। সংসদীয় কমিটির সভাপতি অডিট দলকে বলেছেন, যেভাবেই হোক, কিছু একটা বের করো, যাতে দুদকের কর্মকর্তাদের ফৌজদারি মামলায় ঝোলানো যায়, এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দুদক চেয়ারম্যান গোলাম রহমান ইনকিলাবকে জানান, অডিটর জেনারেলকে সংসদীয় কমিটির চিঠি দেওয়ার কোন এখতিয়ার নেই। আর আইন অনুযায়ী অডিটর জেনারেল সংসদীয় কমিটির কাছে প্রতিবেদনটি পাঠাতে পারেন না। পাঠাতে পারেন রাষ্ট্রপতির কাছে।

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান, দুদকের বিরুদ্ধে ১৬ কোটি টাকা অপব্যয়ের যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। অডিট বিভাগ দুদকের ওপর যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে তা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য এখনও উপযোগী হয়নি। আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিয়মে কাজ শেষে অডিট প্রতিবেদন পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি চাইতে পারে। সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটিতে এই প্রতিবেদন পাঠানোর কথা নয়। কিন্তু সংসদীয় কমিটির চাপে অডিট বিভাগ তদন্ত প্রতিবেদনটি একরকম বাধ্য হয়েই পাঠিয়েছে।

নিরীক্ষা কমিটির দলনেতা শাহ মো. মহসিন মিয়া ইনকিলাবকে জানান, দুদকের বিরুদ্ধে ১৬ কোটি টাকা অপব্যয়ের যে অভিযোগ তা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমরা তদন্তে এর চেয়ে অনেক কম পেয়েছি। সংসদীয় কমিটি ১৬ কোটি টাকা অপব্যয়ের যে চিঠি দিয়েছে তাতে আমাদের আর কিছু বলার থাকে না।

××××××××